মেহেরপুর পৌর বিএনপি’র বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল

জ্বালানী তেলের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি, বিদ্যুতের ভয়াবহ লোডশেডিং এবং সকল পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির ও ভোলার পুলিশের গুলিতে ছাত্রনেতা নূরে আলম ও সেচ্ছাসেবক দলের নেতা আঃ রহিমকে হত্যার প্রতিবাদে মেহেরপুর পৌর বিএনপি’র বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে ৫টার দিকে মেহেরপুর শহরের কাথুলী বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এ বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাসের সভাপতিত্বে বিক্ষোভ সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, জেলা বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন। পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল্লাহ ইসলাম সেন্টুর সঞ্চালনায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি আব্দুর রহমান, মেহেরপুর সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি মারুফ আহমেদ বিজন, পৌর বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রহিম মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম।

এছাড়াও এসময় জেলা বিএনপি যুগ্ম সম্পাদক আরিজুললা বাবলু মাস্টার, মাহাবুবুর রহমান মাহবুব, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ, সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, জেলা মহিলা দলের সভাপতি সাইয়েদাতুননেসা নয়ন,যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক জাহিদ, সাধারণ সম্পাদক কাউছার আলী,জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সাধারণ সম্পাদক আজমল হোসেন মিন্টু,ছাত্রদল নেতা আকিব জাভেদ সিনজিন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। এ সময় মেহেরপুর সদর,গাংনী ও মুজিবনগর উপজেলা এবং বিভিন্ন ইউনিয়ন বিএনপি ও এর অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা বিভিন্ন বিক্ষোভ মিছিল করে সমাবেশে যোগদান করে।

এর আগে জ্বালানী তেলের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি, বিদ্যুতের ভয়াবহ লোডশেডিং এবং সকল পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। মিছিলটি প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে সমাবেশের

স্থানে শেষ হয়।

তুলে নিয়ে আসা মোটরসাইকেল ফেরত দিলেন চেয়ারম্যান মতিন

অবশেষে সড়ক দুর্ঘটনায় আহত গাংনী উপজেলার গোপলনগর গ্রামের রাজার মোটরসাইকেল দিয়ে আসলেন মেহেরপুর সদর উপজেলার শ্যামপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মতিয়ার রহমান মতিন।

বৃহস্পতিবার বিকালের দিকে গাংনী থানায় অনুষ্ঠিত শালিস বৈঠকের মাধ্যমে তুলে নিয়ে আসা মোটরসাইকেল ফেরৎ দেন তিনি।

থানায় শালিস বৈঠকে মধ্যস্থতা করেন গাংনী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মাসুদ। এসময় গাংনী পৌরসভার ৬ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর নাসির উদ্দীনসহ বিভিন্ন স্তুরের লোকজন উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে গত বুধবার আহত রাজার বাবা গোপালনগর গ্রামের কৃষক রফিকুল ইসলাম তার ছেলেকে প্রাণ নাশের চেষ্টা ও মোটরস্ইাকেল ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগ এনে শ্যামপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মতিউর রহমান মতিন, মেহেরপুর শহরের (জোছনা বেকারির মালিকের ছেলে) মফিজুলের ছেলে মিলনের নামে গাংনী থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দেন।

লিখিত অভিযোগে তিনি বলেন, গত ২২ আগষ্ট দুপুরের দিকে আমার ছেলে মোটরসাইকেল যোগে মেহেরপুর যাওয়ার সময় মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের গাংনী বনবিভাগ পাড়া এলাকায় পৌছানো মাত্র কুষ্টিয়াগামী প্রাইভেট কার যার নং ঢাকা মেট্রো-গ-২৮-৮৬৪৮ দ্রুত গতিতে এসে মোটরসাইকেলে ধাক্কা মারে। এতে আমার ছেলের একটি পা ভেঙ্গে যায়। স্থানীয়রা রাজাকে গুরুতর অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে নেন।

এসময় সুযোগ বুঝে ইউপি চেয়ারম্যান মতিন ও তার সহযোগী মিলন উপস্থিত অন্যান্য লোকদের হুমকি দিয়ে মোটরসাইকেলটি নিয়ে চলে যায়।

পরে চেয়ারম্যান মতিনের সাথে যোগাযোগ করলে সে ২ লাখ টাকা না

দিলে মোটরসাইকেল দেবেনা বলেও ঘোষণা দেন এই চেয়ারম্যান। এছাড়া বিভিন্ন লোকজন গাংনী থানায় পাঠিয়ে মন্ত্রীর ভয়ভীতি দেখিয়ে ২ লাখ টাকা নেবে বলেও হুমকি দিতে থাকে।

চেয়ারম্যান মতিনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ পাওয়ার পর গাংনী থানা পুলিশের পক্ষ থেকে বৃহস্পতিবার দুপুরে উভয়পক্ষকে ডেকে নেন তদন্ত করার জন্য।

জানা গেছে, চেয়ারম্যান মতিন প্রায় অর্ধ শতাধিক লোক নিয়ে গাংনী থানায় হাজির হন। পরে উভয়পক্ষের সম্মতিতে শালিস বৈঠক করেন এসআই মাসুদ। শালিস বৈঠক শেষে চেয়ারম্যান মোটরসাইকেলটি থানায় নিয়ে গিয়ে ফেরত দেন।

গাংনী থানার এসআই মাসুদ জানান, উভয়পক্ষের সম্মতিতে গাংনী থানায় শালিস বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এসময় চেয়ারম্যান মতিন ও তার লোকজন এবং গাংনীর একজন পৌর কাউন্সিলরসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

পরে চেয়ারম্যান মোটরসাইকেল তার পরিষদ থেকে এনে আহত রাজার পরিবারের কাছে তুলে দেন। পরে সমঝোতার মাধ্যমে বাদী রফিকুল আলম তার দেওয়া লিখিত আবেদন প্রত্যাহার করে নেন।

গাংনীতে ঝরে পড়া রোধ ও শিক্ষার মান উন্নয়নে অভিভাবক সমাবেশ

ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুল থেকে ঝরে পড়া রোধ ও শিক্ষার মান উন্নয়নে গাংনীর ভাটপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অভিভাবক, শিক্ষক ও স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার (২৫ আগষ্ট)দুপুরের দিকে ভাটপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে আয়োজিত এ সমন্বয় সভায় সভাপতিত্ব করেন বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি মোঃ হুমায়ূন কবির (সুমন)।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা সহকারী শিক্ষা অফিসার মোঃ উবাইদুল্লাহ।

ভাটপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মোঃ তৌহিদুর রহমান কাকনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন, প্রধান শিক্ষক মোঃ শফিকুল ইসলাম।

মুক্ত আলোচনায় শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য মতামত দেন অভিভাবক মোছাঃ জুলিয়া, তাহেরা খাতুন, কাজল, ফিরোজা খাতুন সহ অন্যান্য অভিভাবকবৃন্দ।

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ গাংনী এরিয়া অফিসের সহযোগীতায় বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য, গ্রাম উন্নয়ন দলের সদস্য ও স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি যৌথভাবে এই অভিভাবক সমাবেশের আয়োজন করে।

অনিয়মিত শিক্ষার্থীদের নিয়মিত বিদ্যালয়মুখী করা ও শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে অভিভাবকদের সচেতনতা বৃদ্ধি, দ্বিমাসিক ভিত্তিতে অভিভাবক সমাবেশ, স্কুলে ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বর্তমানে শূন্য শিক্ষার্থীদের ভাল ফলাফল করানো, দূর্বল শিক্ষার্থীদের বাড়তি নজর দেওয়া,সহ নানা সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় অভিভাবক সমাবেশে।

এ সময় বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য, গ্রাম উন্নয়ন দলের সদস্য সহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে দুর্ঘটনা রোধে মাঠে জেলা প্রশাসনের তিন ম্যাজিস্ট্রেট

সড়ক দুর্ঘটনা রোধে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি করতে মাঠে নামলেন মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের তিন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট।

আজ বৃহস্পতিবার (২৫ আগষ্ট) দুপুরের দিকে মেহেরপুর-মহাজনপুর সড়কের

সদর উপজেলার রাইপুর গ্রামে এ অভিযান চালান তারা।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রিফাত জাহান, আসাদুজ্জামান নুর ও গোলাম রাব্বানী পুলিশকে সাথে নিয়ে এ অভিযান পরিচালনা করেন।

এসময় মোটরাসাইকেলের সাথে বৈধ কাগজপত্র, চালকের ড্রাইভিং লাইসেন্স ও হেলমেট না থাকায় সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮ এর বিভিন্ন ধারায় ৪ জনকে ২০০ টাকা করে মোট ৮০০ টাকা অর্থদন্ড করা হয়।

নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট গোলাম রাব্বানী বলেন, মোটরাসাইকেল চালানোর সময় অবস্যই মোটরসাইকেলের বৈধ কাগজপত্র সাথে রাখতে হবে। চালকের ড্রাইভিং লাইসেন্স ও হেলমেট বাদে মোটরসাইকেল ড্রাইভিং না করা ও সড়ক আইন মেনে গাড়ি ড্রাইভ করার জন্য সবাইকে অনুরোধ করেন তারা।

মেহেরপুরে ৮ আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুর সদর ও গাংনী ও মুজিবনগর থানা পুলিশ ও র্যাব-৬ এর গত ২৪ ঘন্টার অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত আসামিসহ ৮ জন গ্রেফতার হয়েছে।

এদের মধ্যে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলায় ২ ও নিয়মিত মামলার ৬ আসামি রয়েছে।

গত সোমবার (২৪ আগষ্ট) থেকে আজ বৃহস্পতিবার (২৫ আগষ্ট) ভোররাত পর্যন্ত তিনটি উপজেলার বিভিন্ন স্থানে পুলিশের পৃথক অভিযানে এসব আসামি গ্রেফতার হয়।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক, সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেজবাহ উদ্দীন আহম্মেদ ও মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেল এসব আসামি গ্রেফতার অভিযানে নেতৃত্ব দেন।

এদিকে ২৪ ঘন্টায় তিনটি থানায় ৫ টি মামলা এফআইআর ভূক্ত হয়েছে। এসব

মামলার মধ্যে রয়েছে গাংনী থানায় খুনের অভিযোগে একটি, বিস্ফোরক আইনে ১ টি, সদর থানায় মাদক আইনে ২ টি ও অন্যান্য আইনে ১ টি মামলা হয়েছে। এফআইআরভূক্ত এই ৫ টি মামলায় মোট আসামি হয়েছে ২০ জন।

এসময় ২ টি ককটেল বোমা, ১১০ গ্রাম গাঁজা ও ৭ পিচ ইয়াবা জব্দ করেছে।

আজ বৃহস্পতিবার (২৫ আগষ্ট) সকালের দিকে গ্রেফতারকৃত আসামিদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

গাংনীতে শাশুড়ি হত্যা মামলার আসামি ঘাতক বাদশার স্বীকারোক্তিমুলক জবানবন্দী রেকর্ড

গাংনীর করমদি গ্রামের রঙ্গিলা খাতুন হত্যা মামলায় স্বীকারোক্তি দিয়ে ১৬৪ ধারায় জবানবন্দী দিয়েছে মামলার একমাত্র আসামি সুলতান বাদশা।

বুধবার দুপুরে মেহেরপুর জুডিশীয়াল ম্যাজিস্ট্রেট তারিকুল ইসলামের আদালতে নিলে বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট ১৬৪ ধারায় তার জবানবন্দী রেকর্ড করেন।

গাংনী থানার তদন্ত অফিসার মনোজিত কুমার নন্দী বলেন, সুলতান বাদশাকে তার শাশুড়ি রঙ্গিলা খাতুন হত্যা মামলায় আটক দেখিয়ে জুডিশীয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে নেয়া হয়।

জবানবন্দীতে তার দোষ স্বীকার করেছে। এর আগে পুলিশের কাছে প্রাথমিক ভাবে তার শাশুড়িকে হত্যার ঘটনা স্বীকার করেছেন।

বাদশা বলেছেন, তার স্ত্রীর সাথে প্রায় ঝগড়া ঝাটি লেগেই থাকতো। কয়েক দিন যাবৎ তাকে (স্ত্রীকে) শশুর বাড়ি থেকে নিজের বাড়ি নিয়ে

যেতে চাইলে শাশুড়ি বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ঘটনার দিন এ নিয়ে স্ত্রী ও শাশুড়ির সাথে সকাল থেকেই তুমুল ঝগড়াঝাটি চলছিল।

এক পর্যায়ে বাড়ির পাশের মাঠের একটি গাছের সাথে রশি দিয়ে আত্মহত্যারও চেষ্টা করে সে। পরে তার স্ত্রী ও শাশুড়ি তাকে মাঠ থেকে ধরে আনেন। কিছুতেই মিটমাট হচ্ছিলনা।

পরে ধারালো হাসুয়া দিয়ে প্রথমে স্ত্রীকে কয়েকটি কোপ মারে। পরে শাশুড়ি ঠেকাতে গেলে তাকেও কুপিয়ে হত্যা করে পালিয়ে যায়। হত্যা করে নিজ গ্রামে গিয়ে আত্মগোপনে চলে যান ঘাতক সুলতান বাদশা।

ধরা পড়ার ভয়ে দিনের আলোয় আত্মগোপনে থেকে রাতের আধারে দুরে চলে যাওয়ার চেষ্টা করে সে। এক পর্যায়ে স্থানীয় গ্রামবাসির সহযোগীতায় গাংনী থানা পুলিশের হাতে আটক হয় এই ঘাতক।

এদিকে বুধবার দুপুরের দিকে নিহত রঙ্গিলার স্বামী শওকত আলী বাদী হয়ে গাংনী থানায় ৩০২/৩২৬/৩০৭ ধারায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। যার মামলা নং ১৯, তারিখ ২৪/০৮/২০২২ ইং। গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

উল্লেখ্য, গত ২৩ আগষ্ট মঙ্গলবার বেলা ১১ টার দিকে ঝগড়া ঝাটির জের ধরে স্ত্রী রিংকি খাতুনকে ধারালো হাসুয়া দিয়ে কুপিয়ে রক্তাক্ত করে। এসময় রঙ্গিলা খাতুন তার মেয়ে রিংকিকে বাঁচাতে এলে তাকে হাসুয়া দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে পালিয়ে যায় সুলতান বাদশা।

গাংনীতে গৃহবধুকে ধর্ষণ চেষ্টার অভিযোগ দুই যুবকের বিরুদ্ধে

গাংনী উপজেলার সীমান্তবর্তি কাজিপুর গ্রামে এক গৃহবধুকে ধর্ষণের অপচেষ্টা চালিয়েছে পিন্টু (২৪) ও তার সহযোগী আশিক (২২) নামের দুই যুবক।

পিন্টু কাজিপুর গ্রামের বর্ডারপাড়া এলাকার বাবর আলীর ছেলে ও আশিক একই পাড়ার লিয়াকত আলীর ছেলে।

স্থানীয় মাঠের নিজ জমিতে ওই গৃহবধু গ্যামা ঘাস কাটতে গেলে এ ঘটনা ঘটে। গৃহবধু বাদী হয়ে গাংনী থানায় ধর্ষণের অপচেষ্টার অভিযোগ এনে মামলা দিয়েছেন।

স্থানীয় কাজিপুর ইউনিয়ন পরিষদের ৩ নং ওয়ার্ডের সদস্য আজিজুল হক বলেন, প্রবাস ফেরতের স্ত্রী বাড়ির পাশেই তার নিজ জমিতে গ্যামা ঘাস কাটতে গেলে পিন্টু ও আশিক নামের দুই যুবক তাকে জড়িয়ে ধরে শ্লিলতাহানির চেষ্টা চালিয়েছে বলে ওই গৃহবধু অভিযোগ করেছেন। যেহেতু বিষয়টি স্পর্শকাতর তাই থানায় মামলা করার পরামর্শ দিয়েছি।

ওই গৃহবধু জানান, আমি আমার বাড়ির গবাদী পশুর জন্য বাড়ির পাশেই নিজের জমির গ্যামা ঘাস কাটতে গেলে পিন্টু আমাকে জড়িয়ে ধরে ধর্ষণের চেষ্টা চালায়। আমি চিৎকার দিলে স্থানীয়রা ছুটে আসেন। পরে তারা পালিয়ে যায়।

স্থানীয়রা নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, আশিকের বিরুদ্ধে এর আগেও ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছিল। স্থানীয়দের ম্যানেজ করে সে যাত্রায় পার পেয়েছে। তারা স্থানীয় এক ফেনসিডিল ব্যবসায়ীর ফেনসিডিল বহনকারী হিসেবে কাজ করে বলে জানান স্থানীয়রা।

এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত রাত ৮.১২ মিনিটের ওই গৃহবধু গাংনী থানায় মামলা করার জন্য অপেক্ষা করছেন বলে জানান। গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক বলেন, আমি একটু বাইরে আছি। থানায় গিয়ে অভিযোগ পেলে তদন্ত সাপেক্ষ আইনগত ব্যবস্থা নেবো।

মেহেরপুরে গ্রাহকদের মাঝে ইসলামিক ব্যাংকের চারা বিতরণ

বৃক্ষের বহুমাত্রিক চাহিদা ও “ বৃক্ষ প্রাণে প্রকৃতি-পরিবেশ,

আগামী প্রজন্মের টেকসই বাংলাদেশ’ প্রতিপাদ্য নিয়ে ইসলামিক ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ মেহেরপুর ব্রাঞ্চের উদ্যোগে গ্রাহকদের মাঝে আম্রপালি, লেবু ও পেয়ারার প্রায় ৪ হাজার চারা বিতরণ কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়েছে।

বুধবার বিকালের দিকে ইসলামিক ব্যাংকের মেহেরপুর ব্রাঞ্চের হলরুমে চারা বিতরণ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, ইসলামিক ব্যাংকের মেহেরপুর ব্রাঞ্চের ম্যানেজার অপারেশন মাসুদ করীম।

গ্রাহকদের হাতে চারা তুলে দিয়ে চারা বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি ব্যাংক মেহেরপুর শাখা প্রধান মো: জাহাঙ্গীর আলম। ব্যাংকের আরডিএসের প্রজেক্ট ইনচার্জ আশরাফুল আলম স্বগত বক্তব্য রাখেন।

সহকারী প্রকল্প অফিসার মারুফ হুসাইনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত চারা বিতরণ অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেনে ইনভেষ্টমেন্ট ইনচার্জ মামুনুর রশিদ।

ইসলামিক ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে এই বৃক্ষরোপন কর্মসূচী-২০২২ অনুষ্ঠিত হচ্ছে।
প্রধান অতিথির তার বক্তব্যে ব্যাংকের বিভিন্ন সেবামুলক কার্যক্রম তুলে ধরেন ও শাখার পল্লী উন্নয়ন প্রকল্ল্পের সদস্যদের হাতে গাছের চারা তুলে দেন। এসময় ব্যাংকের বিভিন্ন স্তুরের কর্মকর্তা, কর্মচারী ও গ্রাহকরা উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে র্যাবের অভিযানে তিনটি ককটেলসহ ২ জন আটক

র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-৬) এর একটি টিম গাংনী উপজেলার ভাটপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে ৩ টি ককটেলসহ দুই জনকে আটক করেছেন।

আটকরা হলেন, গাংনী উপজেলার কুঠি ভাটপাড়া গ্রামের সাকেম মন্ডলের ছেলে ছিফাত মন্ডল(৫৫) ও কোদাইলকাটি গ্রামের মৃত সালাম মিয়ার

ছেলে আব্দুল আলিম স্বপন(৩৫)। এসময় তাদের কাছ থেকে একটি মোবাইল ফোন ও নগদ ১৪০০ শ টাকা উদ্ধার করা হয়েছে।
র্যাব-৬ ঝিনাইদহের একটি টীম মঙ্গলবার (২৩ আগষ্ট) দিবাগত মধ্যরাতে গাংনীর কুঠি ভাটপাড়া থেকে আটক করে।

আজ বুধবার (২৪ আগষ্ট) বিকেলে বিস্ফোরক আইনে মামলা দিয়ে আটকদের গাংনী থানায় হস্তান্তর করা হয়।

র্যাব-৬ গাংনী ক্যাম্পের ডিএডি নুরুল আমিন জানান, নাশকতা মূলক কর্মকান্ডের জন্য বিষ্ফোরকসহ কয়েকজন ব্যক্তি অবস্থান করছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে কুঠি ভাটপাড়ায় অভিযান চালানো হয়।
এসময় আটককৃতদের কাছ থেকে একটি ব্যাগে তিনটি ককটেল পাওয়া গেলে তাদেরকে আটক করে ঝিনাইদহ ক্যাম্পে নেয়া হয়।
গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক বলেন র্যাব-৬ এর দায়ের করা মামলার আসামীদেরকে মেহেরপুর আদালতে হস্তান্তরের প্রস্তুতি চলছে।

মেহেরপুরে গাঁজাসহ সাইফুল আটক

মেহেরপুর সদর উপজেলার বারাদী ফাঁড়ি পুলিশের একটি টিম অভিযান চালিয়ে ১১০ গ্রাম গাঁজাসহ সাইফুল ইসলাম (৩০)কে আটক করেছে।

আটক সাইফুল ইসলাম সদর উপজেলার সিংহাটি উত্তরপাড়া এলাকারমৃত ইউসুফ মন্ডলের ছেলে।

আজ বুধবার (২৪ আগষ্ট) ভোররাতের দিকে বারাদী পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ এসআই(নিঃ) মফিজুল ইসলামের নেতৃত্বে একটি টিম গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান সিংহাটি গ্রামে অভিযান চালিয়ে ১১০ গ্রাম গাঁজাসহ সাইফুলকে গ্রেফতার করে।

এঘটনায় আসামী সাইফুলের বিরুদ্ধে সদর থানায় ৩৬(১) সারণির ১৯(ক) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮; ধারায় একটি নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে। মামলা নং-২৭, তাং-২৪/০৮/২০২২। আজ বুধবার (২৪ আগষ্ট) আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।